ইউনিট ৯: গবেষণার প্রস্তাবপত্র ও গবেষণা প্রতিবেদন

গবেষণার অন্যতম অংশ হলো গবেষণার প্রস্তাবপত্র ও গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করা। একটি গবেষণার সমস্যা কী? কেন তা করা হচ্ছে? সুনির্দিষ্ট গবেষণা প্রশ্ন কী? এটি কোন কাজে ব্যবহার করা হবে? কী প্রক্রিয়ায় গবেষণা প্রশ্নের উত্তর খোজা হবে? কার কাছ থেকে বা কোন উৎস থেকে এই গবেষণার উত্তর খোজা হবে? কোন প্রক্রিয়ায় গবেষণার নমুনা নির্বাচন করা হবে? কোন প্রক্রিয়ায় উপাত্ত বিশ্লেষণ করা হবে? তা গবেষণা প্রস্তাবপত্রে উল্লেখ করতে হবে।

এছাড়া গবেষণা প্রতিবেদনে উপর্যুক্ত সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। একটি গবেষণা প্রতিবেদনে মূল দিকগুলো থাকে। কোন ধরনের ভাষা ব্যবহার থাকে তা গবেষণা প্রতিবেদনের অন্যতম দিক।

এই ইউনিটের তিনটি পাঠ নিম্নরূপ:

পাঠ ৯.১: গবেষণা প্রস্তাবপত্রের কাঠামো
পাঠ ৯.২: গবেষণা প্রতিবেদন লেখা
পাঠ ৯.৩: গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ধরন ও ব্যবহৃত ভাষা

পাঠ ৯.১: গবেষণা প্রস্তাবপত্রের কাঠামো

গবেষণা প্রস্তাবপত্র গবেষণার একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। একটি গবেষণায় কি কি করা হবে এবং কোন উদ্দেশ্যে করা হবে তা গবেষণার প্রস্তাবপত্রে উল্লেখ থাকে। এই পাঠে একটি গবেষণার বিভিন্ন অংশ, উক্ত অংশগুলোর ফোকাস এবং বিভিন্ন দিকসমূহের যৌক্তিকতা তুলে ধরা হয়েছে।

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- একটি গবেষণা প্রস্তবপত্রের কাঠামোর বিভিন্ন উপাদান বলতে পারবেন এবং
- গবেষণা প্রস্তাবপত্রের কাঠামো উদাহরনের সাহায্যে বর্ণনা করতে পারবেন।

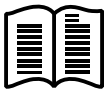

গবেষণা প্রস্তাবপত্রের কাঠামো

একটি গবেষণা প্রস্তাবপত্র উপস্থাপনের জন্য যে সকল উপাদান দরকার সেগুলো হলো-

১। গবেষণার শিরোনাম ও বিষয়

২। গবেষণা সমস্যার উপস্থাপন

৩। সাহিত্য পর্যালোচনা

৪। গবেষণা পদ্ধতি

৫। তথ্য বিশ্লেষণ

৬। সময়সীমা

৭। তথ্যসূত্র

নিম্নে গবেষণা প্রস্তাবপত্রের বিভিন্ন অংশের বর্ণনা উদাহরণসহ দেওয়া হলো-

১। গবেষণার শিরোনাম ও বিষয়: গবেষণা করতে শুরুতেই একটি গবেষণা বিষয় (Topic) সনাক্ত করতে হয়। যেমন: একটি গবেষণার বিষয় হতে পারে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তি। আরও গবেষণার বিষয় হলো মাধ্যমিক স্তরের বিজ্ঞানের মূল্যায়ন প্রক্রিয়া, সামাজিক বিজ্ঞানের শিখন শেখানো পদ্ধতি ইত্যাদি। এখানে উল্লেখ্য যে একজন গবেষক গবেষণার শিরোনামটি প্রথমে ঠিক করে রাখতে পারেন। এটি লিখতে হয় প্রথমে তবে এটি চূড়ান্ত করতে হবে গবেষণা প্রস্তাবপত্রের শেষে গিয়ে।

২। গবেষণা সমস্যার উপস্থাপন: একটি গবেষণা সমস্যার উপস্থাপনের ক্ষেত্রে কয়েকটি ধাপ অনুসরণ করতে হয়-

- গবেষণা বিষয়ের মধ্যে একটি সমস্যা নির্ধারণ
- উক্ত সমস্যার ন্যায্যতা প্রতিপাদন
- উক্ত গবেষণার মধ্যে Research Gap বের করা
- গবেষণাটির ফলাফল ব্যবহারকারী সনাক্তকরণ
- গবেষণা উদ্দেশ্য (Purpose) ও গবেষণা সমস্যা সনাক্তকরণ

প্রথমেই আসা যাক গবেষণার বিষয়ের মধ্যে একটি সমস্যা সনাক্তকরণের বিষয়ে। যেমন: গবেষণার বিষয় যখন কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তি, সেক্ষেত্রে গবেষণা সমস্যা হতে পারে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী কম ভর্তি। এখন প্রশ্ন হলো কিভাবে এই গবেষণা সমস্যাটির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করব। এই উদাহরণটির ক্ষেত্রে যে বিষয়টির ন্যায্যতা প্রতিপাদনের প্রশ্ন আসে তা হল কম শব্দটির যথাযথ প্রমান দেওয়া। অর্থাৎ শিক্ষার্থী ভর্তি যে কম হচ্ছে তা কি তথ্যের ভিত্তিতে বলা হয়েছে তার ন্যায্যতা প্রতিপাদন করতে হবে। এক্ষেত্রে দুটি উৎস ব্যবহার করা যায়- পূর্ববর্তী গবেষণা এবং অভিজ্ঞতা। যেমন: কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরের বার্ষিক প্রতিবেদনে দেখা গেল শিক্ষার্থীর সংখ্যা বরাদ্দ সিট সংখ্যার চেয়ে কম। পাশাপাশি কোন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ভর্তির কয়েক বছরের চিত্রের মাধ্যমে এই গবেষণা সমস্যাটির ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা যায়।

গবেষণার ন্যায্যতা প্রতিপাদনের পরের কাজটি হলো উক্ত সমস্যাটির Research Gap খুজে বের করা। এক্ষেত্রে গবেষণা সমস্যাটি নিয়ে পূর্বে কোন গবেষণা করা হয়েছে কিনা বা কোন গবেষণা হলেও পূর্ববর্তী গবেষণায় কোন গবেষণার সুপারিশ করা হয়েছে কিনা তা দেখা। এক্ষেত্রে কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির বর্তমান অবস্থা নিয়ে গবেষণা হলেও কেন শিক্ষার্থী কম ভর্তি হয় তা নিয়ে কোন গবেষণা হয়নি। অর্থাৎ কেন শিক্ষার্থী কম ভর্তি হচ্ছে তা খুজে বের করা হলো এই গবেষণার Research Gap।

পরবর্তী ধাপে এই Research Gap কে ভিত্তি করেই গবেষণা উদ্দেশ্য (Purpose) নির্ধারণ করা হয়। যেমন: এই গবেষণার উদ্দেশ্য হলো কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী কেন কম ভর্তি হয় তার কারণ খুঁজে বের করা। পরবর্তী ধাপে এই উদ্দেশ্যকে তুলে ধরার জন্য গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণ করতে হয়। এইক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে যে গবেষণা প্রশ্ন নির্ধারণের আগেই গবেষণাটি কোন ধরনের, অর্থাৎ গুণগত,পরিমাণগত নাকি মিশ্র প্রকৃতির হবে তা নির্ধারণ করা। গবেষণার উদ্দেশ্য বা প্রশ্ন নির্ধারণের জন্য গবেষণার প্রকৃতি জানা অতি জরুরি। এই গবেষণার ক্ষেত্রে গবেষণা প্রশ্ন হতে পারে-

১। চাকুরীর সুযোগ শিক্ষার্থী কম ভর্তির কারণ কিনা?

২। সামাজিক মর্যাদা শিক্ষার্থীর ভর্তিতে কোন প্রভাব ফেলে কিনা?

সাহিত্য পর্যালোচনা

গবেষণা প্রস্তাবপত্রের এই ধাপের কাজ হলো সাহিত্য পর্যালোচনা করা। গবেষণা সমস্যা উপস্থাপনের সময় এবং গবেষণা সমস্যাটির ন্যায্যতা প্রতিপাদনের সময়ও সাহিত্য পর্যালোচনা করতে হয়। তবে এই ধাপে সাহিত্য পর্যালোচনার মূল দিক হলো বর্তমান গবেষণা কাঠামো প্রণয়নে সহায়তা দান করা। যেমন: শিক্ষার্থীর কম ভর্তির পিছনে বিভিন্ন বিষয় জড়িত থাকে। তাহলে ঐ বিষয়সমূহ উপস্থাপনের জন্য কোন কোন বিষয় সমূহকে বর্তমান গবেষণায় অন্তর্ভুক্ত করা যায় সেগুলো এই সাহিত্য পর্যালোচনায় আনা হয়। আরেকটি ভিন্ন উদাহরণ দেয়া যায়, যেমন: কোন গবেষণায় যদি শ্রেণিকক্ষের শিখন-শেখানো পর্যবেক্ষণ করা দরকার হয় তবে সাহিত্য পর্যালোচনার মাধ্যমে এটির কাঠামো বের করা যায় যে কী কী দিক ঐ পর্যবেক্ষণের সময় খেয়াল রাখতে হবে। মূলত গবেষণা প্রস্তাবপত্রের সাহিত্য পর্যালোচনায় কোন গবেষণার তথ্য সংগ্রহের তত্ত্বীয় কাঠামো প্রস্তাব করা হয়।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা প্রস্তাবপত্রের এই ধাপে গবেষণা পদ্ধতির বিভিন্ন দিকসমূহ প্রস্তাব করতে হয়। প্রথমেই প্রস্তাব করতে হয় গবেষণাটি কোন পদ্ধতিতে (Approach) করা হবে। এটি কি গুণগত, পরিমাণগত নাকি মিশ্র পদ্ধতিতে করা হবে এবং সেই সাথে গবেষণার প্রশ্নের সহায়তায় যৌক্তিকতা দিতে হবে কেন এটি পরিমাণগত, গুণগত বা মিশ্র প্রকৃতির গবেষণা।

এর পরপরই গবেষণার সুনির্দিষ্ট নকশা উল্লেখ করতে হবে। এটি যদি পরিমাণগত প্রকৃতির হয় তবে কোন গবেষণা নকশা (Research Design) এতে ব্যবহৃত হবে তা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন: এটি কি Experiment, Correlation বা Survey হতে পারে। Survey হলে এটি Longitudinal নাকি Cross-sectional এই দিক সমূহ সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করতে হবে। প্রয়োজন অনুযায়ী গবেষণার তথ্য সংগ্রহের পর্যায়সমূহও উল্লেখ করতে হবে। পরবর্তী ধাপে গবেষণা তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ উল্লেখ করতে হবে। এমনকি এই উৎসসমূহ প্রস্তাব করার জন্য এর সাথে গবেষণা প্রশ্নের মাধ্যমে যৌক্তিকতাও তুলে ধরতে হবে। যেমন: কারিগরি শিক্ষায় শিক্ষার্থী ভর্তির গবেষণাটি কার কার কাছ থেকে সরাসরি বা কোন ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে তা যৌক্তিকতার সাথে প্রস্তাব করতে হবে। গবেষণায় তথ্য সংগ্রহের উৎসসমূহ প্রস্তাবের পর কতজনের কাছ থেকে উপাত্ত সংগ্রহ করা হবে, অর্থাৎ নমুনার আকার উল্লেখ করতে হবে। এমনকি নমুনার আকারের কারণও যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করতে হবে। পরিমাণগত গবেষণার ক্ষেত্রে নমুনার আকার প্রতিনিধিত্বশীল (Representative) হতে হবে। গুণগত গবেষণায় নমুনার আকার গবেষণার উদ্দেশের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে হবে। নমুনার আকার প্রস্তাব করার পর নমুনায়নের ধরন উল্লেখ করতে হবে। অর্থাৎ যদি ৫০ জন শিক্ষকের মধ্য থেকে ৫ জন শিক্ষককে নমুনা হিসেবে নির্ধারণ করা হয় তবে ঐ ৫ জন শিক্ষককে কিভাবে নির্ধারণ করা হবে সেটি উল্লেখ করতে হবে। এই নমুনায়নটি গবেষণা প্রস্তাবপত্রের অতি গুরুত্বপূর্ণ একটি অংশ। এর পিছনে যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে।

এরপর গবেষণার তথ্য সংগ্রহের জন্য কোন ধরনের উপকরণ (Tools বা Instrument) ব্যবহার করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে। পাশাপাশি গবেষণা প্রস্তাবপত্রে ঐ ধরনের উপকরণ নির্ধারণের জন্য যৌক্তিকতা তুলে ধরতে হবে। এক্ষেত্রে মনে রাখতে হবে গবেষণার ধরনের সাথে যাতে উপকরণের সামঞ্জস্য থাকে।

তথ্য বিশ্লেষণ

গবেষণা প্রস্তাবপত্রের এই পর্যায়ে গবেষণায় প্রাপ্ত উপাত্তগুলো কোন কৌশলের মাধ্যমে বিশ্লেষণ করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে। যেমন- পরিমাণগত গবেষণায় কোন ধরনের Descriptive পরিসংখ্যান ব্যবহার করা হবে তা উল্লেখ করতে হবে। অপরদিকে গুণগত উপাত্তের ক্ষেত্রে কোন ধরনের Thematic কৌশল ব্যবহার করা হবে তাও উল্লেখ করতে হবে।

সময়সীমা

একটি গবেষণা প্রস্তাবপত্রের অন্যতম দিক হলো গবেষণার সময়সীমা প্রস্তাব করা। নিচে একটি নমুনা দেয়া হলো।

গবেষণা কার্যক্রম	সময়কাল
গবেষণার প্রস্তাবপত্র জমা ও অনুমোদন	জুলাই ২০১৮
গবেষণার উপকরণ প্রস্তুতকরণ ও ফিল্ড ওয়ার্ক প্রস্তুতি ও ওরিয়েন্টেশন, তথ্য সংগ্রহ দলের প্রশিক্ষণ	আগস্ট ২০১৮
ফিল্ড ওয়ার্ক বা মাঠ পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ ও তথ্য বিশ্লেষণের কাঠামো প্রণয়ন	সেপ্টেম্বর-নভেম্বর ২০১৮
তথ্য বিশ্লেষণ	ডিসেম্বর ২০১৮-ফেব্রুয়ারি ২০১৯
খসড়া প্রতিবেদন তৈরি ও জমাদান	এপ্রিল ২০১৯
তথ্যের যথার্থতা যাচাই ওয়ার্কসপ (Validation Workshop)	মে ২০১৯
চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদান	জুন ২০১৯

তথ্যসূত্র (Reference)

সর্বশেষে তথ্যসূত্র উল্লেখ করতে হবে। যে কয়েকটি পূর্ববর্তী গবেষণাকে Citation এ ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলোর প্রত্যেকটি রেফারেন্স তালিকায় থাকতে হবে এবং এটি কোন নির্দিষ্ট নিয়মে যেমন: APA, Harvard, MLA ইত্যাদি অনুসরণ করে তৈরি করতে হবে।

পরিশেষে বলা যায় গবেষণার প্রস্তাবপত্রের মাধ্যমে একটি গবেষণায় কি কি করা হবে তার সম্যক ধারণা পাওয়া যায়। তাই একটি গবেষণা প্রস্তাবপত্রের অনুমোদন নির্ভর করে এটি কত সময় ধরে তৈরি করা হয়েছে তার উপর। যে দিকগুলো এখানে অধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হলো এটি কতটা যৌক্তিকভাবে উপস্থাপন করা হয়েছে, গবেষণা প্রস্তাবপত্র কতটা সময়োপযোগী এবং এ থেকে প্রাপ্ত ফলাফল বর্তমান অবস্থা পরিবর্তনে কতটা সহায়ক হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.১

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। কিসের উপর ভিত্তি করেই গবেষণা উদ্দেশ্য (Purpose) নির্ধারণ করা হয়?

ক. Research Gap　　খ. Research Methodology

গ. Literature Review　　ঘ. Research Topic

২। গবেষণা প্রস্তাবপত্রের কোন অংশে তথ্য সংগ্রহের তত্ত্বীয় কাঠামো প্রস্তাব করা হয়?

ক. গবেষণা পদ্ধতি　　খ. সাহিত্য পর্যালোচনা

গ. গবেষণা সমস্যার উপস্থাপন　　ঘ. গবেষণা বিষয়

৩। গবেষণার শিরোনাম কখন চূড়ান্ত করতে হবে?

ক. গবেষণার শুরুতে　　খ. গবেষণা সমস্যা নির্ধারণের পর

গ. সাহিত্য পর্যালোচনার সময়　　ঘ. গবেষণা প্রস্তাবপত্রের শেষে

সঠিক উত্তর: ১। ক;　২। ক;　৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। গবেষণার ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট নকশা করা প্রয়োজন কেন?

২। গবেষণার উদ্দেশ্য এর নমুনার আকারের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া প্রয়োজন কেন?

রচনামুলক প্রশ্ন

১। একটি গবেষণা প্রস্তাবপত্র উপস্থাপনের জন্য যে সকল উপাদান দরকার সেগুলো কিভাবে একে অপরের সাথে সম্পর্কিত তা আলোচনা করুন।

২। গবেষণা প্রস্তাবপত্রে কোন কোন বিষয়ের ন্যায্যতা প্রতিপাদন করা প্রয়োজন তা উল্লেখপূর্বক ব্যাখ্যা করুন।

পাঠ ৯.২: গবেষণা প্রতিবেদন লেখা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- গবেষণা প্রতিবেদনের বিভিন্ন উপাদান বর্ণনা করতে পারবে;
- গবেষণা প্রতিবেদনের বিভিন্ন দিক উদাহরণের সাহায্যে ব্যাখ্যা করতে পারবে।

গবেষণা প্রতিবেদন কী?

গবেষণা প্রতিবেদন হল একটি গবেষণামূলক ব্যাখ্যা। এতে অন্তর্ভুক্ত রয়েছে:

- গবেষণার উদ্দেশ্যের একটি স্পষ্ট বিবৃতি
- প্রাসঙ্গিক সাহিত্যের একটি পর্যালোচনা
- গবেষণায় ব্যবহৃত পদ্ধতিগুলির একটি বিবরণ
- ফলাফলের একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ, এবং
- ফলাফলের একটি আলোচনা এবং ব্যাখ্যা

একটি ভাল রিসার্চ রিপোর্টে নিম্নলিখিত তথ্য প্রদান করা উচিত:

- কেন গবেষণা চালানো হয়েছিল?
- কী লক্ষ্য ছিল?
- কী পরিকল্পনা ছিল?
- কী পাওয়া গেছে?
- কীভাবে বর্তমান অধ্যয়ন অন্যদের সহায়ক হবে?
- কীভাবে বর্তমান গবেষণা এই ক্ষেত্রে অন্যান্য জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত হবে?

ভাল রিপোর্ট দ্রুতগতিতে লিখিত হয় না, এমনকি দক্ষ ও অভিজ্ঞ লেখকরাও প্রকাশনার জন্য একটি পাণ্ডুলিপি জমা দেওয়ার আগে বহুবার সংশোধন করেন।

প্রতিবেদন গঠন

একটি রিপোর্ট সাধারণত তিনটি প্রধান বিভাগে গঠিত হয়:

- প্রাথমিক উপাদান
- রিপোর্টের প্রধান অংশ
- সম্পূরক উপাদান

প্রাথমিক উপাদান

- নামপত্র
- স্বীকৃতি
- সূচিপত্র
- এক্সিকিউটিভ সামারি
- সারণী তালিকা
- পরিসংখ্যান তালিকা

রিপোর্টের প্রধান অংশ

- ভূমিকা
- সাহিত্য পর্যালোচনা
- প্রণালি বিজ্ঞান
- তথ্য বিশ্লেষণ
- ফলাফল
- আলোচনা
- উপসংহার
- প্রস্তাবনা

সম্পূরক উপাদান

- রেফারেন্স বা বিবলিওগ্রাফি
- পরিশিষ্ট/সংযোজন

সাধারণ নীতি

- স্পষ্ট যোগাযোগের জন্য ধারণাগুলির একটি সুশৃঙ্খল উপস্থাপনা।
- শুরুর দিক থেকে রিপোর্টের শেষ পর্যন্ত শব্দ, ধারণা এবং থিম্যাটিক ডেভেলপমেন্টের ধারাবাহিকতা রক্ষাকরণ।
- যোগাযোগের স্বচ্ছতার সমস্যাগুলি দূর করার জন্য একটি ভাল কৌশল হলো একটি গবেষণা প্রতিবেদন লিখা এবং এটি পুনরায় পড়ার কয়েকদিন আগে একপাশে রেখে দেওয়া। অতঃপর রিপোর্টটি পড়ে এর কোন অংশ পাঠকের বুঝতে অসুবিধা হবে কিনা তা বের করা ও অসুবিধা দূরীকরণের ব্যবস্থা নেয়া।

ভাষা

ভাষা যা গবেষণা ফলাফল প্রকাশ করার জন্য ব্যবহার করা হয় তা চাহিদাভিত্তিক ও মনোভাব এবং পক্ষপাতিত্বমূলক অনুমিতি মুক্ত হতে হবে।

লক্ষ্য অর্জনে তিনটি নির্দেশিকা অনুসরণ করা উচিত:

- নির্দিষ্টতা
- লেবেল সংবেদনশীলতা
- অংশগ্রহণের স্বীকৃতি

নির্দিষ্টতা

পক্ষপাত মুক্ত সঠিক শব্দ নির্বাচন করা। উদাহরণস্বরূপ, যদি আপনি বয়সের গ্রুপগুলো বর্ণনা করেন, তাহলে একটি বিস্তৃত পরিসরের (যেমন- ১২ এর নিচে) পরিবর্তে একটি নির্দিষ্ট বয়স পরিসীমা (৮ থেকে ১২ বছর বয়স) প্রদান করুন।

লেবেল

অংশগ্রহণকারীদের সম্বোধন করা উচিত তারা যেভাবে প্রত্যাশা ও গ্রহণযোগ্য মনে করে। সম্ভব হলে লেবেলগুলো এড়িয়ে যাওয়া বা বিজ্ঞানের মত সাধারণ হিসেবে, অংশীদারদের অবজেক্ট হিসেবে শ্রেণিভুক্ত করা (যেমন- বয়স্ক) বা তাদের অবস্থার সাথে সমতুল্য (যেমন, বিষণ্নতা, স্ট্রোকের শিকার)।

অংশগ্রহণকারী:

- অংশগ্রহণকারীদের অংশগ্রহণকে স্বীকার করা উচিত।
- গবেষণা অংশগ্রহণকারীদের বর্ণনা প্রদান করা উচিত।

গবেষণা রিপোর্টে সাতটি প্রধান বিভাগ রয়েছে:

- নামপত্র
- সংক্ষিপ্তসার
- ভূমিকা
- পদ্ধতি
- ফলাফল
- আলোচনা
- তথ্যসূত্র

নামপত্র

শিরোনাম পাতায় রয়েছে–

- চলমান শিরোনাম
- শিরোনাম
- লেখক
- লেখক সংস্থার অনুমোদন।

সংক্ষিপ্তসার

সংক্ষিপ্তসার গবেষণা রিপোর্টের বিষয়বস্তুর সামগ্রিক সার-সংক্ষেপ। সংক্ষিপ্তসার কথাটি একটি আলাদা পৃষ্ঠার উপরে শিরোনামে এবং একক অনুচ্ছেদে টাইপ করতে হয়। এটি সঠিক, সংক্ষিপ্ত এবং সুসঙ্গত হওয়া উচিত। একটি অভিজ্ঞতাগত গবেষণার সার-সংক্ষেপে সমস্যা, গবেষণায় অংশগ্রহণকারী, ব্যবহৃত পদ্ধতি, মৌলিক ফলাফল এবং গবেষণা ফলাফল সংক্ষেপে থাকা উচিত।

ভূমিকা

ভূমিকা উপস্থাপন পাঠের একটি নির্দিষ্ট বিষয়ের বিবৃতি দিয়ে শুরু হয়। ভূমিকায় পাঠের উদ্দেশ্য নির্দিষ্ট করা উচিত অর্থাৎ এটি কীভাবে সমস্যার সাথে সম্পর্কিত হবে তা শনাক্ত করা উচিত।

গবেষণা পদ্ধতি

গবেষণা পদ্ধতি বিভাগের উদ্দেশ্য পাঠককে জানানো কীভাবে গবেষণা করা হয়েছিল। গবেষণার নকশা, উপযুক্ততা, ফলাফল নির্ভরযোগ্যতা এবং বৈধতা মূল্যায়ন করা গবেষণা পদ্ধতি বিভাগ দ্বারা উপস্থাপন করা যেতে পারে। গবেষণা পদ্ধতি বিভাগ সাধারণত কয়েকটি উপবিভাগে বিভক্ত করা হয়; যেমন- অংশগ্রহণকারী, যন্ত্রপাতি এবং পদ্ধতি। যদি গবেষণা নকশা জটিল হয় তবে অতিরিক্ত উপবিভাগগুলো নির্দিষ্ট তথ্য জানাতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

অংশগ্রহণকারী: বয়স এবং লিঙ্গ হিসেবে অংশগ্রহণকারীদের প্রধান জনমিতিক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করা। অংশগ্রহণকারী, নমুনা আকার এবং উত্তর প্রদানের হার নির্বাচন করার জন্য গবেষকের ব্যবহৃত স্যাম্পলিং পদ্ধতির বর্ণনা প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত করা উচিত।

যন্ত্র বা যন্ত্রপাতি: তথ্য সংগ্রহের কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি এবং কেন এগুলো ব্যবহার করা হয়েছে তা বর্ণনা করা হয়।

পদ্ধতি: এটি পাঠককে কীভাবে গবেষণা চালানো হয়েছিল তা জানায়। এটি গবেষক এবং অংশগ্রহণকারীগণ কীভাবে গবেষণাটি সম্পন্ন করেন সেই ধারণাই দেয়।

ফলাফল

ফলাফল বিভাগ পদ্ধতি বিভাগকে অনুসরণ করে। ফলাফল বিভাগের উদ্দেশ্য সংগৃহীত তথ্য এবং তাদের পরিসংখ্যানগত আচরণ সংক্ষেপে উপস্থাপন করা। ফলাফল বিভাগে পাঠকের উদ্দেশ্যে তথ্য বিশ্লেষণ পদ্ধতি এবং এই বিশ্লেষণের ফলাফল সম্পর্কে বলতে হয়।

আলোচনা

আলোচনা বিভাগ অধ্যয়নের ফলাফল এবং অনুমানের মধ্যে সম্পর্কের উপর প্রাথমিক গুরুত্ব প্রদান করে। ফলাফলের গুরুত্বের উপর মন্তব্যের মাধ্যমে আলোচনা বিভাগ শেষ করা উচিত। আলোচনা নতুন বা অপ্রকাশিত সমস্যার বিবৃতির সাথে শেষ হতে পারে এবং ভবিষ্যতে গবেষণার জন্য পরামর্শও দিতে পারে।

তথ্যসূত্র

রেফারেন্স বিভাগ গবেষণা প্রতিবেদনের পাঠ্যাংশের সমস্ত উদ্ধৃতিগুলোর লেখক এবং সংশ্লিষ্ট প্রকাশনার একটি তালিকা প্রদান করে। এই বিভাগটি অন্যদের পাণ্ডিত্যপূর্ণ কাজের একটি স্বীকৃতি এবং তাদের কাজ শনাক্ত করার একটি উপায় প্রদান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.২

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। গবেষণার ভাষায় কোন দিকটি এড়িয়ে চলা উচিত?

ক. বিজ্ঞানের মত সাধারণ ভাষা
খ. সহজ সরল ভাষা
গ. পক্ষপাতিত্বমূলক ভাষা
ঘ. স্পষ্ট ভাষা

২। গবেষণা রিপোর্ট তৈরির ক্ষেত্রে অংশগ্রহণকারীর কোন বিষয়ে গবেষকের লক্ষ্য রাখার প্রয়োজন নেই?

ক. ব্যক্তিত্ব
খ. বয়স
গ. লিঙ্গ
ঘ. জাতিগত পরিচয়

৩। ফলাফল বিভগ কোন বিভাগকে অনুসরণ করে?

ক. তথ্যসূত্র বিভাগ
খ. সাহিত্য পর্যালোচনা বিভাগ
গ. তথ্য বিশ্লেষণ বিভাগ
ঘ. পদ্ধতি বিভাগ

সঠিক উত্তরঃ ১। গ; ২। ক; ৩। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। গবেষণা রিপোর্টে লেবেলিং করা প্রয়োজন কেন?

২। গবেষণা রিপোর্টে তথ্যসূত্র সংযুক্ত করা হয় কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। গবেষণা রিপোর্ট তৈরির সাধারণ নীতিগুলো আলোচনা করুন।

পাঠ ৯.৩: গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ধরন ও ব্যবহৃত ভাষা

উদ্দেশ্য

এই পাঠ অধ্যয়ন শেষে আপনি-

- গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ধরন বর্ণনা করতে পারবেন;
- গবেষণা প্রতিবেদনের কাঙ্ক্ষিত ভাষা চিহ্নিত করতে পারবেন।

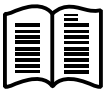

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ধরন

কোন বিষয়ে গবেষণা করার পর একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় এবং তা জার্নালে প্রকাশ করার জন্য উপস্থাপন করতে হয়। একটি গবেষণা প্রতিবেদন তৈরির পূর্বে তা অবশ্যই সূক্ষভাবে পর্যালোচনা করতে হবে এবং গবেষণাটি ত্রুটিমুক্ত কিনা এবং প্রকাশনার জন্য উপর্যুক্ত নয় এমন কোন বিষয় নিয়ে গবেষণা করা উচিত নয়। গবেষণার বিষয়টি যদি গুরুত্বপূর্ণ এবং নিখুত হয় তাহলে একটি স্পষ্ট সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব যা গবেষণার উদ্দেশ্যের সাথে গবেষণার ফলাফলের সংযোগ স্থাপনের একটি পদ্ধতি।

গবেষণা প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়াটি নির্ভর করে গবেষণাটি গুণগত নাকি পরিমাণগত, তার উপর। পরিমাণগত গবেষণাটি সাধারণত গবেষণা প্রকল্প যাচাইকরন এবং পরীক্ষামূলক গবেষণা পদ্ধতির সার সংক্ষেপের উপর প্রাধান্য দেয়। অন্যদিকে গুণগত গবেষণা আরও বেশি অনুসন্ধানমূলক এবং বিভিন্ন ধরনের গবেষণা পদ্ধতির সংমিশ্রণ। গুণগত এবং পরিমাণগত গবেষণার উদ্দেশ্য ও প্রকিয়ার কারণে এসব গবেষণার প্রতিবেদন লেখার ধরনও ভিন্ন হয়।

গবেষণা প্রতিবেদন লেখার একটি সাধারণ নীতি হল এটি এমনভাবে তৈরি করতে হবে যেন তা পাঠকের কাছে গবেষণার বিষয়টি স্পষ্ট করে তোলে। ভাল লেখা এক ধরনের নৈপুণ্য যার জন্য প্রয়োজন লেখা উপস্থাপনা ও ভাষা ব্যবহারের উপর যথোপযুক্ত গুরুত্বারোপ করা। স্পষ্ট যোগাযোগের জন্য ধারণাগুলো একটি সুশৃঙ্খল উপস্থাপন প্রয়োজন। গবেষণা প্রতিবেদন লেখার শুরুর দিক থেকে প্রতিবেদনের শেষ পর্যন্ত শব্দ ধারনা এবং বিষয়বস্তুর উপস্থাপনে অবশ্যই একটি ধারাবাহিকতা থাকতে হবে। এই ধারাবাহিকতা রক্ষার জন্য বিভিন্ন যতি চিহ্ন, যেমন- তারপর, পরবর্তীতে ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। প্রতিবেদন লেখার সময় প্রতিবেদনে বিষয়বস্তুর নৈর্ব্যক্তিকতা প্রায়শই থাকে না এবং প্রতিবেদনের বিষয়বস্তুর অস্বচ্ছতাগুলো তাৎক্ষণিকভাবে ধরা নাও পরতে পারে।

প্রতিবেদন লেখার সময় অভিব্যক্তির স্পষ্ট ও অর্থবহ উপস্থাপন প্রয়োজন। অভিব্যক্তির স্পষ্টতা প্রকাশের জন্য প্রয়োজন অস্পষ্টতা এড়ানো এবং বিষয়, কাল, ব্যক্তির সুস্পষ্ট বিন্যাস, যেন পাঠক কোনভাবেই বিভ্রান্ত না হয়। অর্থবহ অভিব্যক্তির প্রকাশের জন্য শব্দের অতিরিক্ত ব্যবহার কমাতে হবে। এর মানে হচ্ছে শব্দের প্রাচুর্যতা, শব্দবাহুল্য, অপভাষা, জটিলতা, নিষ্ক্রিয় বাক্যের অতিরিক্ত ব্যবহার পরিহার করতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, "এই

সময়" শব্দটি ব্যবহার না করে "এখন" শব্দটি ব্যবহার করা উচিত। অর্থাৎ প্রতিবেদন লেখার সময় যথোপযুক্ত শব্দ চয়ন করা বাঞ্ছনীয়।

গবেষণায় ব্যবহৃত ভাষাঃ

গবেষণার ভাষা সাবলীল এবং পক্ষপাতহীন হতে হবে। এই লক্ষ্য অর্জনের জন্য তিন ধরনের দিক নির্দেশনা রয়েছে। এগুলো হল-

১. নির্দিষ্টতা

২. সম্বোধনের সংবেদনশীলতা

৩. অংশগ্রহনের স্বীকৃতি

১. নির্দিষ্টতা

গবেষণা প্রতিবেদনে কোন ব্যক্তিকে নির্দেশ করার সময় সঠিক এবং সুস্পষ্ট শব্দ পছন্দ করা উচিত। উদাহরণস্বরূপ কেউ যদি বয়সের বিষয়টি উল্লেখ করে সেক্ষেত্রে বয়সের সময়সীমা নির্দিষ্ট করে দেওয়া উচিত। যেমন- "১২ বছরের নিচে না লিখে আরো সুনির্দিষ্ট করে ৮-১২ বছরের মধ্যে লেখা উচিত। পাশাপাশি মানুষ ঝুঁকিতে আছে এ ধারণাটি ব্যাপক অর্থে বহন করে। এক্ষেত্রে ঝুকির ধরণ এবং কোন ধরণের বা শ্রেণির মানুষ ঝুঁকিতে আছে তা নির্ণয় করতে হবে। যেমন- মানুষ ঝুঁকিতে আছে এর পরিবর্তে শিশুরা সংক্রামক রোগের ঝুঁকিতে আছে লেখা উচিত।

২. সম্বোধনের সংবেদনশীলতাঃ গবেষণায় যারা অংশগ্রহণকারী তাদের শ্রদ্ধার সাথে সম্বোধন করা উচিত এবং তারা যেভাবে ডাকতে পছন্দ করে সেভাবে ডাকা উচিত। প্রত্যেকের পদমর্যাদা সুনির্দিষ্ট করে উল্লেখ করা উচিত। কাউকে সরাসরি নেতিবাচক মন্তব্য না করে মার্জিত ও রুচিশীল ভাষা ব্যবহার করা উচিত। যেমন, শিখন-শিক্ষণ বিষয়ের কোন কৌশল ভালো না হলে সেক্ষেত্রে সরাসরি ভালো হয়নি না বলে আরো উন্নত হলে ভালো হত এভাবে বলা যেতে পারে।

৩. অংশগ্রহনের স্বীকৃতি

একজন গবেষকের গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের প্রত্যেকের অংশগ্রহণের বিষয়ে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করা উচিত। বর্ণ, জাতিগত পরিচিতি, জেন্ডার, শারীরিক অক্ষমতা, বয়স ইত্যাদি বিষয়গুলো বিবেচনা করে প্রত্যেকের প্রতি সম্মান রেখে এবং কারও প্রতি পক্ষপাতমূলক দৃষ্টিভঙ্গি না দেখিয়ে ইতিবাচকভাবে ভাষা উপস্থাপন করা উচিত। যেমন- জেন্ডারের ক্ষেত্রে বলা যায়, নারী-পুরুষ সম্পর্কে উপস্থাপন করতে চাইলে উভয়ের জন্য ইংরেজিতে ঐসব শব্দটি ব্যবহার না করে সম্পূর্ণ অর্থকে ঠিক রেখে People, Individual, person ইত্যাদি ব্যবহার করা উচিত। বর্ণ বা জাতিগত পরিচয়ের ক্ষেত্রে বিষয়টি আরো বেশি সংবেদনশীল। এজন্য একজন গবেষককে এই বিষয়টিকে আরও সুনির্দিষ্টভাবে বলা উচিত যাতে তাদের ছোট করা না হয় এবং তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। যেমন- গবেষনায় অংশগ্রহণকারীরা যদি বাংলাদেশের পাহাড়ি অঞ্চলের মানুষ হয় তাহলে তাদের পাহাড়ি বা আদিবাসী উল্লেখ না করে ক্ষুদ্র নৃতাত্ত্বিক গোষ্ঠী হিসেবে উল্লেখ করা উচিত, কারণ এতে তাদের মর্যাদা অক্ষুণ্ন থাকে। বয়সের

ক্ষেত্রে সরাসরি বয়স উল্লেখ না করে যাদের বয়স ১২ বছরের নিচে তাদের বালক-বালিকা, ১৩-১৭ বয়স এর ক্ষেত্রে যুবক এবং ১৮ বছরের উর্ধ্বের মানুষকে পুরুষ-মহিলা বলে উল্লেখ করা উচিত।

শারীরিক ও মানসিকভাবে অক্ষম ব্যক্তির কথা উল্লেখের ক্ষেত্রে ভাষা ব্যবহারের প্রতি যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করতে হবে, যাতে তাদের প্রতি কোন অসম্মান জানানো না হয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন- ৯.৩

বহু নির্বাচনি প্রশ্ন

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন।

১। গবেষণা প্রতিবেদন তৈরির প্রক্রিয়া কিসের উপর নির্ভর করে?
- ক. গবেষণা পদ্ধতি
- খ. গবেষণা শিরোনাম
- গ. গবেষণা নকশা
- ঘ. সাহিত্য পর্যালোচনা

২। গবেষণা প্রতিবেদনের ভাষা কেমন হওয়া উচিত?
- ক. নিষ্ক্রিয় বাক্যের ব্যবহার করা
- খ. শব্দের প্রাচুর্যতা থাকা
- গ. শব্দ বাহুল্যতা থাকা
- ঘ. সাবলীল ও পক্ষপাতহীন

সঠিক উত্তরঃ ১। ক; ২। ঘ।

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১। গবেষণা প্রতিবেদনের লেখা সহজ-সরল হওয়া উচিত কেন?
২। গবেষণায় অংশগ্রহণকারীদের স্বীকৃতি প্রদান করা প্রয়োজন কেন?

রচনামূলক প্রশ্ন

১। উদাহরণের সাহায্যে গবেষণা প্রতিবেদন লেখার ধরণ আলোচনা করুন।
২। গবেষণায় ব্যবহৃতা ভাষা কেমন হওয়া উচিত আলোচনা করুন।